০১ ফেব্রুয়ারী ২০১৬

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ জানুয়ারি ২০১৬

রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলছেই
নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছাত্র নিহত
সংবাদ মাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা
বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপ নিয়ে প্রধান বিচারপতির বক্তব্য
বস্তি উচ্ছেদ অভিযান
সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত
নারীর প্রতি সহিংসতা
মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে সরকার ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা হিসেবে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শাসন ব্যবস্থার নিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত জনগণের অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ব্যবস্থা গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। অংশ গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে নিজের অধিকার ও দায় সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি ঘটে এবং তার মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এর কোন বিকল্প নাই। জনগণের সামষ্টিক ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যে মৌলিক নাগরিক ও মানবিক অধিকারকে রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় কোন রায় বা নির্বাহী কোন আদেশের বলে সেই সমস্ত অধিকার রহিত করা যায় না। তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা নাগরিকদের কাছে প্রমাণ করতে পারে না। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* ব্যক্তির মর্যাদা সমুন্নত

রাখবার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সমস্ত মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব রক্ষা ও পালনের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের মানদন্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এই কারণে *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। চরম রাষ্ট্রীয় হয়রানী ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ৬ জন নিহত ও ৪০৭ জন আহত হয়েছেন। এরমধ্যে পৌরসভা নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় ১ জন নিহত ও ৬৯ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ২৮টি এবং বিএনপি'র ১টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে ও আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৩ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। একই সময়ে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আওয়ামী লীগের ২২৮ জন এবং বিএনপি'র ৮ জন আহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

২. ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে অর্জিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা কোন রকম গণভোট ছাড়া এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে শুধুমাত্র সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বাতিল করে দেয়। এর পর থেকেই রাজনৈতিক সংকট ঘনীভূত হতে থাকে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি ১০ম জাতীয় সংসদের বিতর্কিত ও ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন না হওয়ায় তৎকালীন প্রধান বিরোধীদল বিএনপিসহ ১৮ দলীয় জোট এবং গণতান্ত্রিক বাম মোর্চাসহ দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করে। এতে করে নজিরবিহীনভাবে সর্বমোট ৩'শ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসনেই সরকারিদল আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোটের সদস্যরা নির্বাচনের আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ফলে ভোটাররা তাঁদের ভোটের অধিকার হারান। অপরদিকে বাকী ১৪৭টি আসনে নির্বাচনের দিন ভোট হলেও বাকী ভোটারদের অধিকাংশই ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকেন। নির্বাচনের আগে ও পরে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সংঘর্ষে হতাহতের অনেক ঘটনা ঘটে। ২০১৪ সালের বিতর্কিত ও ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ১ বছর পর ৫ জানুয়ারি বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সমাবেশের অনুমতি চাইলেও সরকার তা না দিয়ে বিএনপি'র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে তাঁর কার্যালয়ে অন্তরীণ করে রাখে ও এই দলের উচ্চ পর্যায়ের বহু নেতাকে গ্রেফতার করে। ফলে ৩ মাস ভয়াবহ আন্দোলনে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ, গাড়ি ভাংচুর ইত্যাদির ঘটনা ঘটে এবং সরকার ও বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট একে অপরকে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের দায়ে অভিযুক্ত করে। এদিকে উভয়দলেরই নেতাকর্মীদের পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের দায়ে গ্রেফতার হতে দেখা যায়। যদিও ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা পেট্রোল বোমাসহ গ্রেফতার হলেও ছাড়া পেয়ে যান। পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের ফলে অনেকে হতাহত হন এবং এই সময় ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে। পায়ে সরাসরি গুলি করা, নির্যাতন, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গণগ্রেফতার, ভিন্নমতের কণ্ঠরোধ, গণমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণের মত ঘটনা ঘটে এই সময়। কিন্তু ২০১৬ সালের ৫ জানুয়ারি একই দিনকে কেন্দ্র করে বিরোধীদল বিএনপি শেষ মুহূর্তে সমাবেশ করার অনুমতি পেলেও রাজনৈতিক অঙ্গনে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যে বির্তকটি ছিল তা এখনও বহাল রয়েছে এবং

বিএনপি জোটের ওপর দমন-পীড়নও অব্যাহতভাবে চলছে। একই সময়ে জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থার অভাবে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ যুবলীগসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা চরমভাবে দুর্বৃত্তায়নে জড়িত হয়েছে। ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসেও দুর্বৃত্তায়নের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। এই দুর্বৃত্তায়নের কারণে অন্তর্দলীয় কোন্দলের ঘটনাও ঘটছে এবং এই সব কোন্দলের বেশীর ভাগ ঘটনাই ঘটেছে রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপ্রত্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিলের চেষ্টা করতে গিয়ে। এই সব সংঘর্ষে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীদের মারণাস্ত্র হাতে নিয়ে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে দেখা গেছে। অনেক ঘটনার মধ্যে তিনটি ঘটনা নিচে তুলে ধরা হলো:

৩. গত ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৬৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ঠাকুরগাঁও জেলা শহরে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের জেলা কার্যালয় ছাত্রলীগের বিদ্রোহী মিজান গ্রুপ দখল করে নেয়। এরপর ছাত্রলীগের কেন্দ্র ঘোষিত কমিটির সভাপতি মাহাবুবুর রহমান রনির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে শহরের বলাকা সিনেমা হলের সামনে থেকে একটি র‍্যালি বের হয়ে চৌরাস্তায় পৌঁছালে মিজান গ্রুপের নেতা কর্মীরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সেই র‍্যালির ওপর হামলা চালায়। এই সময়ে দুইপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায় এবং সংঘর্ষের এক পর্যায়ে কেন্দ্র ঘোষিত কমিটির সভাপতি রনির সমর্থকরা জেলা কার্যালয় দখল করে নেয় এবং সেখানকার দোকানপাট ও আওয়ামী লীগের এক আইনজীবী নেতার চেম্বার ভাংচুর করে। এই ঘটনায় দুই পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হন।[১]

৪. গত ১০ জানুয়ারি বিশ্ব ইজতেমায় আখেরী মোনাজাতের পর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের স্থানীয় মধুমতি রোড এলাকার ফুটপাথে অবস্থিত প্রতি দোকান থেকে ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা করে চাঁদা আদায় করতে থাকে। এই সময় ওই এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ সদস্যরা তাদের চাঁদা আদায়ে বাধা দেয়। এতে ছাত্র লীগের কর্মীদের সঙ্গে পুলিশ সদস্যদের কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে ছাত্র লীগের সাত-আটজন নেতা কর্মী তিন পুলিশ সদস্যকে ধরে জোরপূর্বক একটি গলির ভেতরে নিয়ে গিয়ে তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। এই খবর পেয়ে অন্য পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আটক পুলিশ সদ্যদের উদ্ধার করে এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানা কমিটির সদস্য সৈকতকে আটক করে।[২]

৫. সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সমাজসেবা সম্পাদক জাকারিয়া মাহমুদ ও তার সঙ্গীরা সিলেট উপশহরের বি ব্লকের মসজিদ মার্কেটের আল বারাকা টেলিকমের মালিক জাকির হোসেনের কাছে ৫ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে। কিন্তু ব্যবসায়ী জাকির সেই টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানান। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে ছাত্রলীগের কর্মীরা গত ২৪ জানুয়ারি আল বারাকা টেলিকমে যায় এবং ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করে এবং রাম দা দিয়ে ব্যবসায়ীদের ভয়ভীতি দেখায়। এই হামলার ঘটনায় ব্যবসায়ীরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং একত্রিত হয়ে ছাত্রলীগের কর্মীদের ধাওয়া করলে দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে । পরে ছাত্রলীগের কর্মীরা পালিয়ে যায়। এই ঘটনার প্রতিবাদে ব্যবসায়ীরা শিবগঞ্জ-মেন্দিবাগ সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[৩]

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলছেই

৬. ২০১৫ সালে ১৮৫ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। ২০১৬ সালের শুরুতেই জানুয়ারি মাসে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহতভাবে চলতে থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে এবং মানবাধিকার চরমভাবে লংঘিত হচ্ছে।

৭. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে জানুয়ারি মাসে ৯ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

---

[১] যুগান্তর, ৫ জানুয়ারি ২০১৬
[২] নয়া দিগন্ত, ১১ জানুয়ারি ২০১৬
[৩] মানবজমিন, ২৫ জানুয়ারী ২০১৬

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

৮. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ফলে নিহত ৯ জনের মধ্যে ৬ জন 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদেরমধ্যে ৩ জন র‍্যাবের হাতে এবং ৩ জন পুলিশের হাতে নিহত হয়েছেন।

গুলিতে মৃত্যুঃ

৯. এই সময়ে ২ জন বিজিবি'র গুলিতে নিহত হয়েছেন বলেও জানা গেছে।

নির্যাতনে মৃত্যুঃ

১০. এই সময়ে ১ জন পুলিশের নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

১১. নিহত ৯ জনের মধ্যে ১ জন বিএনপি'র কর্মী, ১ জন চা দোকানের মালিক, ১ জন গ্রামবাসী, ২ জন জেএমবি'র সদস্য এবং ৪ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

১২. গত ৩ জানুয়ারি ভোর রাতে ঢাকার রুপনগর ইস্টার্ন হাউজিং এলাকায় র‍্যাবের সঙ্গে কথিত বন্দুক যুদ্ধে আল আমিন জনি (৩২) নামে এক বিএনপি কর্মী নিহত হন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। র‍্যাবের বক্তব্য, রুপনগর এলাকায় নাশকতার প্রস্তুতির সময় র‍্যাব অভিযান চালালে দুর্বৃত্তদের সঙ্গে গুলি বিনিময়ের সময় আল আমিন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। অথচ নিহতের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন, ২০১৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর আল আমিনকে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে রুপনগর আবাসিক এলাকার ২৫ নম্বর সড়কের ৩১ নম্বর বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। এর পর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন।[৪]

নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ

১৩. ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসেও আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে বেশ কয়েকটি নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে নির্যাতিতদের মধ্যে দুইজন স্বায়ত্বশাসিত দুটি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা । *অধিকার* মনে করে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার ফলে এবং তাদের ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্মমভাবে দমন করার কারণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অনেক সদস্যের মধ্যে এই ধারনা প্রবল হয়েছে যে, তারা সব কিছুর উর্ধ্বে। আর এই কারনেই ২০১৩ সালে জাতীয় সংসদে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল ২০১৩' পাস হলেও বাস্তব অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একদল সদস্য কোন কিছুরই তোয়াক্কা না করে সাধারণ মানুষের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে।

১৪. গত ৯ জানুয়ারি রাত আনুমানিক ১১টায় বাংলাদেশ ব্যাংকের যোগাযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের কর্মকর্তা গোলাম রাব্বী ঢাকার মোহাম্মদপুরে তাঁর আত্মীয়ের বাসা থেকে কল্যাণপুরে তাঁর নিজের বাসায় ফিরছিলেন। এই সময় পথে মোহাম্মদপুর থানার এস আই মাসুদ শিকদার ও তার সঙ্গে থাকা কয়েকজন পুলিশ তাঁকে আটক করে এবং "ক্রসফায়ারে" দেয়ার হুমকি দিয়ে টাকা দাবী করে। গোলাম রাব্বী টাকা না দেয়ায় তাঁকে থানায় নিয়ে নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গোলাম রাব্বী বলেন, তাঁকে পুলিশ ভ্যানে ওঠানোর পর ওই পুলিশ ভ্যান বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছে এবং লোকজনকে ধরেছে আর মেরেছে। তারা ধরে আনা ব্যক্তিদের কাছ থেকে টাকা

[৪] প্রথম আলো, ৪ জানুয়ারি ২০১৬

নিয়েছে এবং টাকা দিতে না পারলে থানায় নিয়ে গেছে। পরে রাব্বীর বন্ধুরা ফোন পেয়ে তাঁকে পুলিশের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। এই ঘটনার পর রাব্বী শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন।[৫] গত ১৪ জানুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে চিকিৎসাধীন রাব্বীকে প্রাণনাশের হুমকি দেয় দুই অজ্ঞাত ব্যক্তি।[৬] এই ঘটনায় অভিযুক্ত এস আই মাসুদ শিকদারকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে এবং ঘটনা তদন্তের জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে তিন সদস্যের একটি তদন্ত দল গঠন করা হয়েছে।[৭] গত ১৮ জানুয়ারি একটি রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানী শেষে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি বেঞ্চ নির্যাতিত গোলাম রাব্বী গত ১১ জানুয়ারি পুলিশের তেজগাঁও অঞ্চলের উপ-কমিশনারের কাছে এস আই মাসুদের বিরুদ্ধে যে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন, সেটি এজাহার হিসেবে গ্রহণ করার জন্য মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন। হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চেম্বার বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী গত ২৫ জানুয়ারি আবেদনটি আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে শুনানী হবে বলে আদেশ দিয়ে সে পর্যন্ত স্থগিতাদেশ জারি করেন।[৮] গত ২৮ জানুয়ারি আপিল বিভাগের নিয়মিত বিভাগে শুনানীর পর গোলাম রাব্বী আদালতে বা থানায় নতুন করে মামলা করতে চাইলে তা নিতে নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহার নেতৃত্বাধীন চার সদস্যের আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চ।[৯]

১৫. গত ১৫ জানুয়ারি ভোর আনুমানিক ৫ টায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা বিভাগের পরিদর্শক বিকাশ চন্দ্র দাস (৪০) পরিচ্ছন্নতার কাজ তদারক করতে মীর হাজিরবাগ এলাকায় যান। এক জায়গায় তদারকি শেষ করে মীর হাজিরবাগ খাল-সংলগ্ন রাস্তা দিয়ে মোটর সাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজন লোক তাঁকে থামতে বলে। বিকাশ ঐ ব্যক্তিদের ছিনতাইকারী ভেবে মোটরসাইকেল ঘুরিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করলে মোটরসাইকেল থেকে তিনি পড়ে যান। এই সময় ঐ ব্যক্তিরা বিকাশকে ধাওয়া করে এসে তাঁকে ধরে মারধর করতে থাকে। পরে জানা যায় এরা সাদা পোশাকের পুলিশ। এই সময় সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা এসে বিকাশকে তাঁদের কর্মকর্তা বলে পরিচয় দেন। কিন্তু পুলিশ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সামনেই বিকাশকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে পেটায় এবং বুট দিয়ে পা থেঁতলে দেয়। বিকাশকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ল্যাব এইড হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে স্থানান্তর করা হয়। এই ঘটনায় যাত্রাবাড়ী থানার এস আই আরশাদ হোসেনকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।[১০]

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম করার অভিযোগ

১৬. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে ৪ জন গুম হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে; যাঁদেরকে পরবর্তীতে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

১৭. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রথমে ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পরবর্তীতে আটক ব্যক্তিটিকে জনসম্মুখে হাজির করছে অথবা কোন থানায়

[৫] প্রথম আলো ও মানবজমিন, ১১ জানুয়ারি ২০১৬
[৬] মানবজমিন, ১৬ জানুয়ারি ২০১৬
[৭] প্রথম আলো, ১৭ জানুয়ারি ২০১৬
[৮] প্রথম আলো, ২২ জানুয়ারি ২০১৬
[৯] যুগান্তর, ২৯ জানুয়ারি ২০১৬
[১০] প্রথম আলো, ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি ২০১৬

নিয়ে হস্তান্তর করছে বা গুম হওয়া ব্যক্তিটির লাশ পাওয়া যাচ্ছে। *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালে ৬৪ জন ব্যক্তি গুমের শিকার হয়েছেন। এই পরিস্থিতি ২০১৬ সালের শুরুতেও বিদ্যমান আছে।

১৮. গত ১৪ জানুয়ারি চট্টগ্রাম নগরীর কর্নেলহাট এলাকার সুগন্ধা ট্রেড সেন্টার নামের একটি দোকান থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে এক দল লোক দোকান মালিক ফখরুল ইসলাম ও তাঁর ভাই ওমর ফারুক এবং অন্য দুই জন যুবক নাজমুল হাসান ও হাসান কাউসারসহ মোট চার যুবককে ধরে নিয়ে যায়। এরপর ৬ দিন অজ্ঞাত জায়গায় গুম করে রাখার পর গত ২০ জানুয়ারি পল্টন থানায় দায়ের করা ২০১৩ সালের একটি গাড়ি পোড়ানোর মামলায় তাঁদেরকে গ্রেফতার দেখানো হয় বলে জানান হাসান কাউসারের ভাই নুরুল বারী। তিনি *অধিকারকে* জানান, ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ রাত আনুমানিক ১০টায় তাঁর ভাই হাসান কাউসার ও কাউসারের বন্ধু নাজমুল হাসান তাঁদের লেখাপড়া সংক্রান্ত একটি কাগজ ফটোকপি করতে কর্ণেলহাট এলাকায় সুগন্ধা ট্রেড সেন্টার নামে একটি দোকানে যায়। এইসময় একদল সাদা পোষাকের অস্ত্রধারী সেই দোকান ঘিরে ফেলে। তারা নিজেদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য বলে পরিচয় দিয়ে ফখরুল ইসলাম ও ওমর ফারুককে অস্ত্রের মুখে গাড়িতে উঠিয়ে নেয়। এই সময় নাজমুল হাসান ও হাসান কাউসার তাদের পরিচয় জানার চেষ্টা করলে তাদেরও ধরে নিয়ে যায়। ওই সময় এলাকার লোকজন এগিয়ে আসলে তারা নিজেদের পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের সদস্য (ডিবি) হিসেবে পরিচয়পত্র দেখায়। এরপর থেকে তাঁদের স্বজনরা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন অফিসে খোঁজ নিতে থাকলেও তাঁদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরপর গত ১৭ জানুয়ারি চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন নিখোঁজ চার যুবকের পরিবারের সদস্যরা। গত ২০ জানুয়ারি ২০১৬ সকাল আনুমানিক ১১.৩০ টায় ০১৮১৬৮৮৮৩৪৬ নম্বর থেকে ফোন করে ডিবি ঢাকা জোনের ইন্সপেক্টর মাহাবুব পরিচয়ে এক ব্যক্তি নুরুল বারীকে জানান, কাউসারসহ অপহৃত চার ব্যাক্তি তাঁদের কাছে আছে। তাঁদেরকে আদালতে হাজির করে ৭ দিনের রিমান্ড চাওয়া হবে। তবে ডিবি অফিসারদের "খুশি করলে" রিমান্ড চাওয়া হবে না বলে উল্লেখ করে রাতের মধ্যে ঢাকায় এসে দেখা করতে বলেন। কিন্তু আইনজীবী ও পরিচিত আরেক ডিবি কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগের পর তাঁরা আর "খুশি করার" পথে যাননি। ওই দিনই পল্টন থানায় ২০১৩ সালে দায়ের করা একটি গাড়ি পোড়ানোর মামলায় তাঁদের সবাইকে গ্রেফতার দেখানো হয় বলে জানান নুরুল বারী। বর্তমানে তাঁরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি আছেন। [১১]

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ছাত্র নিহত

১৯. গত ১১ জানুয়ারি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের জেলা পরিষদ মার্কেট এলাকায় জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার ছাত্র কওমি ছাত্র ঐক্য পরিষদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ মোশারফের সঙ্গে একজন ইজিবাইক চালকের ভাড়া নিয়ে তর্কাতর্কি হয়। এই সময় রনি আহমেদ নামে আওয়ামী লীগের সঙ্গে স্থানীয়ভাবে জড়িত এক দোকানদার ঐ মাদ্রাসা ছাত্রের সঙ্গে অশোভন আচরণ করে। এরপর সন্ধ্যায় মাদ্রাসার ছাত্ররা দোকানদার রনি আহমেদকে মারধর এবং তার দোকানে হামলা করে। এই ঘটনার জের ধরে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসায় হামলা চালায়। এই সময় শতাধিক হাত বোমা বিস্ফোরিত হয় এবং দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ তীব্র হয়ে ওঠে। পুলিশ এই সময় শতাধিক রাবার বুলেট ও কাঁদানো গ্যাস শেল ছোঁড়ে। সংঘর্ষে ১০ জন পুলিশসহ ৩০ জন আহত হন এবং এই সময় সংঘর্ষে আহত মাদ্রাসা ছাত্র মাসুদুর রহমান (২০) গত ১২ জানুয়ারি ভোরে মারা যান। মাসুদুর এর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে ওই মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে শহরে টায়ার জ্বালিয়ে সড়ক অবরোধ করে। এই সময় শহরের হালদারপাড়া এলাকায় জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়, পুরোনো জেল রোড এলাকায় সুরসম্রাট আলাউদ্দিন খাঁ সংগীতাঙ্গন, পুরোনো কাঁচারী পুকুর এলাকায় শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ভাষা চত্বরে থাকা বিভিন্ন সংগঠনের কার্যালয় এবং জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মাহমুদুল হক ভূঁইয়ার বাড়িতে হামলা হয় এবং রেল গেট

[১১] *অধিকারের* সংগৃহীত তথ্য

এলাকায় রেললাইনের স্লিপার উপড়ে ফেলে লাইনের ওপর গাছের গুঁড়ি ও পরিত্যক্ত স্লিপার স্তুপ করে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।[১২] নিহত মাসুদুর এর বড় ভাই মাওলানা মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ বলেন, পুলিশের পিটুনিতে তাঁর ছোট ভাই মাসুদুর মারা গেছে। পুলিশ চার তলা থেকে তাঁর ভাইকে নিচে ফেলে দিয়েছিল। আহত হওয়ার পরও অনেকক্ষণ সে জীবিত ছিল। কিন্তু পুলিশি ব্যারিকেড থাকায় তাকে হাসপাতালে নেয়া যায়নি। এই তথ্য তাঁকে মাদ্রাসা ছাত্ররা জানিয়েছে। মাসুদুর এর ময়না তদন্তকারী ডাক্তার ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালের আরএমও ডা: রানা নুরুস শামস জানান, জখমজনিত কারণে মৃত্যু হয়েছে মাসুদুরের। তাঁর বুকের বাম দিকে কালো দাগ ছিল। বুকের একটি হাড় ভাঙ্গাসহ বামপাশে লাঙ্গস ফেটে গিয়েছিল। মূলত লাঙস ফেটে যাওয়ার কারণে তিনি মারা যান। এছাড়া পায়ের গোড়ালির আঘাতে বোঝা যায়, তিনি উঁচু জায়গা থেকে পড়ে গিয়েছিলেন।[১৩] এই সব ঘটনায় পুলিশ মোট আটটি মামলায় ৬ হাজার ৯৪ অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিকে আসামি করেছে।[১৪] এছাড়া পুলিশ স্থানীয় বিএনপির ৪৪ জন নেতা-কর্মীকে আসামি করেছে, যারা আড়াই মাস কারাভোগের পর ঘটনার দিনই জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন।[১৫]

সংবাদ মাধ্যম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা

২০. *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে ৯ জন সাংবাদিক আহত, ৯ জন লাঞ্ছিত এবং ৩ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

২১. গত ২০ জানুয়ারি সকালে হবিগঞ্জ পৌর এলাকার নারায়ণপুর গ্রামে স্থানীয় ভূমি দস্যু আবদুর রউফ ও চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে এক দল দুর্বৃত্ত একটি জমি দখল করতে গেলে স্থানীয় লোকজন তাতে বাধা দেয়। এই নিয়ে গ্রামবাসীর সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় কয়েকজন স্থানীয় লোক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে দেশ টিভির হবিগঞ্জ জেলা প্রতিনিধি শ্রীকান্ত গোপ আহতদের ছবি তুলতে হাসপাতালে যান। এই সময় আবদুর রউফ ও চিত্তরঞ্জনের লোকজন তাঁর ওপর হামলা চালিয়ে তাঁকে গুরুতরভাবে আহত করে এবং শ্রীকান্ত গোপের সঙ্গে থাকা ক্যামেরা, মোবাইল ফোন ও টাকা লুট করে নেয়।[১৬]

মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

২২. মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় সরকার ও সরকারদলীয় লোকদের হস্তক্ষেপ ২০১৬ তেও অব্যাহত আছে। ফেসবুকে কোন মন্তব্য লেখার কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির ওপর হামলা, মামলা, আক্রমণ ও কারাগারে বন্দি করার মত ঘটনা ঘটছে।

২৩. গত ৬ জানুয়ারি ২০১৬ ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও উদীচীর শৈলকুপা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এবং দৈনিক আমাদের অর্থনীতি পত্রিকার শৈলকুপা উপজেলা প্রতিনিধি আলমগীর অরণ্যের ওপর হামলা করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা। আলমগীর অরণ্য *অধিকারকে* জানান, ৫ জানুয়ারি বিতর্কিত ১০ম সংসদ নির্বাচনের ২ বছর উপলক্ষ্যে তিনি তাঁর নিজের ফেসবুক স্ট্যাটাসে লেখেন "আজ কলঙ্কিত ৫ জানুয়ারি, অনেক ঘটনার জন্ম দেয়া সেই দিনটি আজ"। এই স্ট্যাটাসকে কেন্দ্র করে ৬ জানুয়ারি ২০১৬ সকাল আনুমানিক ১১.৩০ টায় শৈলকুপা ওয়াবদা গেইট এলাকায় শৈলকুপা পৌর মেয়র কাজী আশরাফুল আজমের পুত্র কাজী রাজিব হাসান, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম খোকনসহ ৮/১০ জন তাঁর ওপর হামলা করে এবং তাঁকে মারধর করে তাঁর মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙে ফেলে। এরপর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান

[১২] প্রথম আলো, নিউএজ ও নয়াদিগন্ত ১৩ জানুয়ারি ২০১৬
[১৩] যুগান্তর, ২০ জানুয়ারি ২০১৬
[১৪] প্রথম আলো, ১৪ জানুয়ারি ২০১৬
[১৫] প্রথম আলো, ১৮ জানুয়ারি ২০১৬
[১৬] মানবজমিন, ২১ জানুয়ারি ২০১৬

শিকদার মোশারফ হোসেনের অফিসে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে উপজেলা চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন আলমগীর অরণ্যকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করে ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগ ও সরকারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে কোন স্ট্যাটাস দিলে তাঁকে এলাকা ছাড়া করার হুমকি দেন।[১৭]

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও বলবৎ

২৪. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ২০১৬ সালেও বলবৎ রয়েছে। গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ এই আইন সংশোধন করে ৫৭ ধারায়[১৮] বলা হয়েছে 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য এবং সংশোধিত আইনে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। দেশের নাগরিক সমাজ মনে করে, এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে এবং একে মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

বিচার বিভাগের ওপর হস্তক্ষেপ নিয়ে প্রধান বিচারপতির বক্তব্য

২৫. গত ১০ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী আইন সংক্রান্ত বইমেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেন "এমনিতেই নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগের কাছ থেকে সব ক্ষমতা নিয়ে যেতে চাইছে। অতীতে দেখা গেছে, যখনই এই ধরনের কিছু হয়েছে, তখন আইনজীবীরা সোচ্চার হয়েছেন। কিন্তু এখন বিচার বিভাগের দিকে আইনজীবী মহল, নির্বাহী বিভাগ, বিচারপ্রার্থী-সবদিক থেকে যদি আঘাত আসতে থাকে, তাহলে বিচার বিভাগকে রক্ষা করবে কে?"[১৯]। উল্লেখ্য বিচার বিভাগ আইনগতভাবে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক হলেও এখনও পর্যন্ত এর পৃথক কোন সচিবালয় প্রতিষ্ঠা হয়নি। ফলে নিম্ন আদালতের বিচারকদের বদলি ও পদোন্নতির বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।

তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের ওপর নিপীড়ণ

২৬. জানুয়ারি মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানাগুলোতে শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনায় ২৫ জন শ্রমিক পুলিশের হাতে আক্রান্ত হয়ে আহত হয়েছেন।

২৭. তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং এর কারণে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে।

২৮. নারায়ণগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চন পৌরসভার ত্রিশকাহনিয়া এলাকায় সিনহা গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত পৃথা ফ্যাশনের বিভিন্ন সেকশনে অন্তত ৫ শত শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন। দীর্ঘদিন যাবত শ্রমিকদের মূল কাজের বাইরে মালিকপক্ষ কোনো ওভারটাইম দিচ্ছে না। শ্রমিকরা ২ ঘন্টা ওভারটাইমের জন্য বারবার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। শ্রমিকদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৭ জানুয়ারি থেকে ওভারটাইম দেয়ার আশ্বাস দেয় মালিক কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ১৭ জানুয়ারি সকালে কাজে যোগ দিতে এসে শ্রমিকরা কারখানার গেট তালা বন্ধ এবং গেটে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারখানা বন্ধের নোটিশ ঝোলানো দেখতে পান। আগে থেকেই কারখানার কাছে বিপুল

---

[১৭] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

[১৮] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[১৯] প্রথম আলো, ১১ জানুয়ারি ২০১৬

সংখ্যক পুলিশ পাহারায় রাখে মালিক পক্ষ। এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে কারখানার সামনে রুপসি-কাঞ্চন সড়কে বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর লাঠিচার্জ করে। এই ঘটনায় ২৫ জন শ্রমিক আহত হন।[২০]

মিরপুরের কল্যাণপুর পোড়াবস্তি উচ্ছেদ অভিযান

২৯. গত ২১ জানুয়ারি মিরপুরের কল্যাণপুর পোড়াবস্তিতে গণপূর্ত মন্ত্রণালয় উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। এর আগে বস্তিবাসীকে সরে যাওয়ার জন্য মাত্র দুইঘন্টা সময় দেয়া হয়। এক পর্যায়ে বস্তিবাসী উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুললে পুলিশ ও বস্তিবাসীর মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত এবং বিজয় নামে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হন। সংঘর্ষকালে পুরো বস্তি ও আশেপাশের এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। অমানবিক দুর্ভোগের শিকার হয়ে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেন বস্তির নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা। সংঘর্ষ চলাকালেই গণপূর্ত বিভাগের লোকজন দুটি বুলডোজার দিয়ে দুদিক থেকে বস্তি উচ্ছেদ করতে থাকে। সংঘর্ষের পর দেখা যায় চার নম্বর বস্তির প্রবেশ পথে গেট আগলে দাঁড়িয়ে আছে শতাধিক নারী-পুরুষ। গেটের অন্য দিকে দাঁড়িয়েছিল অর্ধশতাধিক পুলিশ ও আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগ হিসেবে পরিচিত আরো অর্ধশতাধিক যুবক। গত ১৯ জানুয়ারি বস্তি থেকে ছয়ব্যক্তিকে মিরপুর থানায় ধরে নিয়ে সাদা কাগজে সই নিয়ে ছেড়ে দেয়ার পর বস্তিবাসী ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় সংসদ সদস্য আসলামুল হকের কাছে যায় সাহায্যের জন্য। কিন্তু আসলামুল হক বস্তিবাসীকে দুই দিনের মধ্যে বস্তি ছাড়ার নির্দেশ দেন। এই জন্য প্রত্যেক পরিবারকে দুই হাজার করে টাকা দেয়া হবে বলেও তিনি জানান। বস্তিবাসীরা অভিযোগ করেন, এমপি আসলামুল হক তাঁদের হুমকি দিয়ে বলেছেন, "তোদের উচ্ছেদ করতে পুলিশ লাগবে না। আমার ৩০ হাজার লাঠিয়াল আছে"। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালের ২৮ ডিসেম্বর কল্যানপুরের ওই বস্তির ব্যাপারে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ। ওই আদেশ বিভিন্ন মেয়াদে বাড়ানোর পর ২০০৭ সালের ১৭ জানুয়ারি মূল মামলাটি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত স্থগিতাদেশ বহাল থাকবে বলে আবারো আদেশ দেয় আদালত। ২১ জানুয়ারি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বস্তি উচ্ছেদ শুরু করলে একই দিনে হাইকোর্ট বিভাগের স্থগিতাদেশ থাকার পরও বস্তি উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং বস্তিবাসীদের হয়রানি করা হচ্ছে মর্মে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্টে বিভাগের বিচারপতি তারিকুল হাকিম ও বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তীর ডিভিশন বেঞ্চের নজরে আনা হলে এই বেঞ্চ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা কার্যক্রমকে বেআইনি বলে উল্লেখ করে আবারো তিন মাসের স্থগিতাদেশ দেয়।[২১] অপরদিকে হাইকোর্ট বিভাগের স্থগিতাদেশের এক দিন পর ২২ জানুয়ারি বস্তিতে আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় বস্তিবাসীরা ক্ষমতাসীনদলের সংসদ সদস্য আসলামুল হককে দায়ি করে। আগুনে বস্তির ১০০টি ঘর পুড়ে যায় এবং নিম্ন আয়ের ৩০০ এর অধিক পরিবার গৃহহীন হয়।[২২]

৩০. উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ থাকার পরও মাত্র দুই ঘন্টার নোটিশে বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের জন্য যে চেষ্টা করা হয় তা নাগরিক অধিকারের পরিপন্থী।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৩১. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ২ জন বাংলাদেশীকে গুলি করে ও ১ জনকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে। এছাড়া ৪ জন বিএসএফ'র হাতে আহত হয়েছেন। এরমধ্যে ২ জন গুলিতে এবং ২ জন নির্যাতনে আহত হন।

---

[২০] মানবজমিন, ১৮ জানুয়ারি ২০১৬ এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।
[২১] মানবজমিন, ২২ জানুয়ারি ২০১৬
[২২] নিউএজ, ২৩ জানুয়ারি ২০১৬

৩২. আগের বছরগুলোর মতই ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসেও ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। ভারত একদিকে অবমাননাকরভাবে বাংলাদেশকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরে ফেলেছে, অন্য দিকে আগ্রাসী বিএসএফএর হাতে হতাহতের ব্যাপারে দায় এড়ানোর জন্য অজুহাত খাড়া করছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না। দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অনুনোমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার কথা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ভারত দীর্ঘদিন ধরে ওই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রম করলে তাঁকে নির্যাতন করছে বা গুলি করে হত্যা করছে, এমনকি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ করে হত্যা নির্যাতন ও লুটপাট করছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

৩৩. গত ১৮ জানুয়ারি ভোর আনুমানিক ৫ টায় কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলার শালঝোড় কাজিয়ার চর সীমান্তের ৯৮৮ নম্বর সীমানা পিলারের পার্শ্ববর্তী এলাকা দিয়ে কয়েকজন বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী গরু আনার জন্য ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই সময় ভারতের ৯৮ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের ঝুলোলী ক্যাম্পের টহলদল গরু ব্যবসায়ী ঐ দলের আব্দুল গণি, আলাউদ্দিন এবং রইস উদ্দিনকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে এবং তাঁদের ওপর প্রচন্ড নির্যাতন চালায়। বিএসএফ'র নির্যাতনে ঘটনাস্থলে আব্দুল গণি নিহত এবং আলাউদ্দিন ও রইস উদ্দিন আহত হন। আহত অবস্থায় রইস উদ্দিন ও আলাউদ্দিন পালিয়ে এসে ভুরুঙ্গামারী হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহন করেন। বিএসএফ নিহত আব্দুল গণির লাশ তাদের দখলে নিয়ে যাওয়ার পর সীমান্তবর্তী কালজানী নদীর পাড়ে ফেলে দিয়ে যায়।[২৩]

৩৪. গত ২৩ জানুয়ারি ভোর রাতে নওগাঁ জেলার সাপাহার উপজেলার পাতারী ইউনিয়নের আদাতলা সীমান্ত দিয়ে ২০/২৫ জনের একদল বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী গরু আনতে ভারতে প্রবেশ করেন। এই সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) এর সদস্যরা তাঁদেরকে ধাওয়া করার এক পর্যায়ে গুলি করলে সাপাহার উপজেলার দক্ষিণ পাতারী গ্রামের জয়নাল হোসেন (৩০) গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। [২৪]

৩৫. *অধিকার* উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো বার বার তুলে ধরা সত্ত্বেও এটি বন্ধে সরকারের পক্ষ থেকে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। তাছাড়া ভারত সরকারের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ক্ষতিপূরণ চাওয়ার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৩৬. ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে ২ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৩৭. ২০১৫ সালে দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে ১৩২ জন মানুষকে হত্যা করা হয়। ২০১৬ সালেও এই প্রবনতা অব্যাহত আছে। মূলত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থা ও পুলিশ বিভাগের প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের মধ্যে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার প্রবণতা বাড়ছে বলে প্রতীয়মান হয় ।

[২৩] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কুড়িগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন।

[২৪] আমারদেশ, অনলাইন ২৩ জানুয়ারী

নারীর প্রতি সহিংসতা

যৌন হয়রানী

৩৮.জানুয়ারি মাসে মোট ২৬ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১ জন আহত, ৪ জন লাঞ্ছিত, ১ জন অপহৃত ও ২০ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে কর্তৃক ১৫ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী আহত ও ১ জন পুরুষ লাঞ্ছিত হয়েছেন।

৩৯.গত ২১ জানুয়ারি ঢাকা থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরতে আসা একটি ছেলে ও মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌরঙ্গী এলাকায় মারধর ও লাঞ্ছিত করছিলো আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের তিন কর্মী, সরকার ও রাজনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী জামশেদ আলম ও বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী জাহিদ হাসান। এই সময় রিকশাযোগে তাঁর বিভাগ থেকে বাসায় ফিরছিলেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোজাহেদুল ইসলাম। তিনি এই ঘটনা দেখে রিকশা নিয়েই আক্রান্তদের দিকে এগিয়ে যান এবং ছাত্রলীগ কর্মীদের এ অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য বলেন। কিন্তু তারা মোহাম্মদ মোজাহেদুল ইসলামের কথা না শোনায় তিনি নিজের পরিচয় দেন এবং তাদেরকে ধমক দেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোজাহেদুল ইসলামকে লাঞ্ছিত করেন ।[২৫]

৪০.ঢাকার শ্যামলীর আশা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ফারহানা আক্তারকে লাঞ্ছিত ও অনৈতিক প্রস্তাব দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে আদাবর থানার এসআই রতন কুমারসহ তিন পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে। ফারহানা আক্তার অভিযোগ করেন, গত ৩১ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেড়িয়ে বই কিনতে রিকশায় করে যাচ্ছিলেন তিনি । পথের মধ্যে আদাবর থানার এসআই রতন কুমারসহ তিন পুলিশ সদস্য তাঁর রিকশা থামান এবং তাঁর কাছে ইয়াবা আছে কিনা জানতে চান। একপর্যায়ে শিয়া মসজিদের বিপরীতে একটি ইলেকট্রিক সামগ্রীর দোকানে পুলিশ সদস্যরা তাঁকে জোর করে নিয়ে যায়। সেখানে নেয়ার পর এসআই রতন কুমার তাঁকে আনুমানিক ৪৫ মিনিট আটকে রাখে ও তাঁর ব্যাগ তল্লাশী করে এবং অনৈতিক প্রস্তাব দেয়। ফারহানার স্বামী স্থানীয় জাতীয়তাবাদী যুবদল নেতা সজীব আহমেদ জানান, এসআই রতন কুমার তাঁর স্ত্রীকে যৌন হয়রানি করে ও জোরপূর্বক শীতবস্ত্র খুলে ফেলে।[২৬]

যৌতুক সহিংসতা

৪১.জানুয়ারি মাসে ২০ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ১০ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ৭ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌতুকের কারণে ২ জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক নারী নিহত ও ১ জন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৪২.গত ৪ জানুয়ারি শরিয়তপুর সদর উপজেলার চিকন্দী এলাকায় গৃহবধু পলি আক্তারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা যৌতুক দিতে না পারায় তাঁর স্বামী জাহাঙ্গীর আকন মারধর করে গুরুতর আহত করে। পরে আহত পলি আক্তার শরিয়তপুর সদর হাসপাতালে মারা যান।[২৭]

এসিড সহিংসতা

৪৩.জানুয়ারি মাসে ৪ জন নারী এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৪৪.গত ৫ জানুয়ারি ভোর আনুমানিক ৪টায় পূর্বশত্রুতার জের ধরে ঢাকার মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্পে সোনিয়া আক্তার নামে এক গৃহবধুকে আরমান, আজিজ, আনোয়ার ও সানোয়ার নামে ৪ দূবৃর্ত্ত ঘরের জানালা দিয়ে এসিড

[২৫] যুগান্তর, ২৩ জানুয়ারি ২০১৬
[২৬] যুগান্তর এবং ডেইলি স্টার ১ ফেব্রুয়ারী ২০১৬
[২৭] নয়াদিগন্ত, ৮ জানুয়ারি ২০১৬

ছুঁড়ে মারে। এতে সোনিয়া আক্তারের দুই হাত, কোমড়, পিঠসহ শরীরের ৬০ শতাংশ এসিডে ঝলসে গেছে বলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ণ ইউনিটের আবাসিক চিকিৎসক ডা: পার্থ শংকর পাল জানান। [২৮]

ধর্ষণ

৪৫.জানুয়ারি মাসে মোট ৪৮ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১৮ জন নারী ও ৩০ জন মেয়ে শিশু। ঐ ১৮ জন নারীর মধ্যে ৭ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৩০ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এই সময়কালে ১৪ জন নারী ও শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৪৬.এক হিন্দু ধর্মালম্বী গৃহবধু পরপর দুইবার গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ক্ষমতাসীনদলের এক নেতার ভাই ও তার সঙ্গীদের দ্বারা। গত ১৪ জানুয়ারি হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলায় ঐ গৃহবধূর স্বামী ও ছেলে বাড়িতে না থাকার সুযোগে মনু মিয়া ও তার কয়েক সঙ্গী জোর করে বাড়িতে প্রবেশ করে গৃহবধুকে ধর্ষণ করে। গৃহবধূর পরিবার এই ঘটনাটির ব্যাপারে গ্রামের মুরব্বীদের কাছে বিচার চায়। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মনু মিয়া তার সঙ্গীদের নিয়ে গত ১৮ জানুয়ারি আবারো ঐ গৃহবধুর বাড়িতে ঢুকে তাঁর স্বামী ও ছেলেকে বেঁধে রেখে তাঁকে ধর্ষণ করে। উল্লেখ্য মনু মিয়া মনদোরি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ইদ্রিস মিয়ার ছোট ভাই। এই ঘটনায় মনু মিয়াকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।[২৯]

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে প্রতিবন্ধকতা

অধিকারের কর্মকাণ্ডে বাধা

৪৭.মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* বিভিন্ন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে এগুলো বন্ধ করার ব্যাপারে সোচ্চার থাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সরকারের রোষাণলে পড়েছে। তবে ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বর্তমান আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার *অধিকার* এর বিভিন্ন মানবাধিকার প্রতিবেদনের কারণে *অধিকার* এর ওপর বিভিন্নভাবে হয়রানি শুরু করে। এরপর ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে *অধিকার* হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের সদস্যরা তুলে নিয়ে যায়। আদিলুর এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। পরবর্তীতে আদিলুর এবং এলানকে কারাগারে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন বন্দী করে রাখা হয়। গত ১১ অগাস্ট ২০১৩ ডিবি পুলিশের সদস্যরা *অধিকার* কর্তৃক বহু বছর ধরে সংগৃহীত ভিকটিমদের বিষয়ে বিভিন্ন সংবেদনশীল ও গোপনীয় তথ্য সম্বলিত দুইটি সিপিইউ ও তিনটি ল্যাপটপ নিয়ে যায়; যা আজ অবধি *অধিকার* ফেরত পায়নি। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর নজরদারীসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

৪৮.গত ৩০ অগাস্ট ২০১৫ ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবে AFAD, ALRC, FIDH, ভিকটিম পরিবার এবং *অধিকার* আয়োজিত 'গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে আন্তর্জাতিক দিবস' উপলক্ষে ভিকটিম পরিবারগুলোর অভিজ্ঞতা বিনিময়মূলক অনুষ্ঠান হবার কথা থাকলেও জাতীয় প্রেসক্লাব কর্তৃপক্ষ তা হঠাৎ করে বাতিল করে দেয়। এই অনুষ্ঠান করার জন্য গত ১১ জুলাই প্রেসক্লাবের অডিটোরিয়াম বুক করা হয়েছিল এবং হলভাড়াও পরিশোধ করা

[২৮] যুগান্তর, ৬ জানুয়ারি ২০১৬
[২৯] ডেইলি স্টার ২২ জানুয়ারি ২০১৬

হয়েছিল। গত ২৯ অগাস্ট ২০১৫ বিকেল ৫.২০টায় প্রেসক্লাবের একজন স্টাফ *অধিকার* কার্যালয়ে ফোন করে জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম চৌধুরীর নির্দেশে প্রেসক্লাব অডিটোরিয়ামের বুকিং বাতিলের কথা জানান। এর আগে দুপুরে গুমের শিকার ব্যক্তিদের কয়েকটি পরিবারকে বিভিন্ন অজ্ঞাত ফোন নম্বর থেকে ফোন করে উল্লেখিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করার জন্য ভয়ভীতি দেখানো হয়। এছাড়া গত ৩০ অগাস্ট সারাদেশে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাঠপর্যায়ের মানবাধিকার রক্ষা কর্মীদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর করে এবং এই দিন উপলক্ষে কোন কর্মসূচি পালন করা থেকে বিরত থাকতে বলে।

৪৯. এছাড়া *অধিকার* এর মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য দুই বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থছাড় বন্ধ এবং নতুন কোন প্রকল্পের অর্থছাড় সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য প্রতিজ্ঞার কারণেই তাঁদের প্রায় সবাই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে এখনও সংস্থাটি চালাচ্ছেন।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের মানবাধিকার প্রতিবেদন অসত্য, বিভ্রান্তিকর ও নাশকতামূলক বলে অভিহিত করেছে পুলিশ সদর দফতর

৫০. গত ১ জানুয়ারি মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর 'বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার ১৪৬' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ সদর দফতর গত ৫ জানুয়ারি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, এনজিওটির বক্তব্য অসত্য, বিভ্রান্তিকর ও নাশকতামূলক প্রচারণার শামিল। বাংলাদেশ পুলিশ ওই নাশকতামূলক প্রচারণার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয় এনজিওটি পুলিশের গুলিতে সন্ত্রাসী মারা যাওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাসীদের গুলিতে বা হামলায় পুলিশ মারা যাওয়ার ঘটনা এড়িয়ে গেছে। যা উদ্দেশ্যমূলক এবং পক্ষপাতদুষ্ট প্রচারণার শামিল।[৩০] উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের ২ অগাস্ট পৃথকভাবে *অধিকার* ও বামাক এবং ২ অক্টোবর আইন ও সালিশ কেন্দ্র এর মানবাধিকার প্রতিবেদন পত্রিকায় প্রকাশিত হলে পুলিশ সদর দফতর তখন একই রকম হুমকিমূলক প্রেস বিজ্ঞপ্তি গণমাধ্যমে পাঠায়।

[৩০] মানবজমিন, ৬ জানুয়ারি ২০১৬

পরিসংখ্যান: ১-৩১ জানুয়ারি ২০১৬*			
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	৬	৬
	গুলিতে নিহত	২	২
	নির্যাতনে মৃত্যু	১	১
	মোট	৯	৯
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা পায়ে গুলি		২	২
গুম		৪	৪
কারাগারে মৃত্যু		৭	৭
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	৩	৩
	বাংলাদেশী আহত	৪	৪
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	৯	৯
	লাঞ্ছিত	৯	৯
	গ্রেফতার	৩	৩
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৬	৬
	আহত	৪০৭	৪০৭
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা		২০	২০
ধর্ষণ		৪৮	৪৮
যৌন হয়রানীর শিকার		২৬	২৬
এসিড সহিংসতা		৪	৪
গণপিটুনীতে মৃত্যু		২	২
তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০
	আহত	২৫	২৫

* অধিকার এর তথ্য হতে সংকলিত

সুপারিশসমূহ

১. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক দলকে সহিংসতা ও সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি বন্ধের লক্ষ্যে অবিলম্বে আলোচনার ভিত্তিতে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিতে হবে।

২. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৩. আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন

বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। *অধিকার* অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৫. দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। গণগ্রেফতার ও কারাগারে মানবাধিকার লংঘন বন্ধ করতে হবে।

৬. ব্রাহ্মনবাড়িয়ার ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনার পর অজ্ঞাতনামা ৬ হাজার ৯৪ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। মাদ্রাসা ছাত্র নিহতের ঘটনাসহ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন জায়গায় ভাংচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনাগুলো তদন্তের জন্য একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে অভিযুক্তদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে এবং গনহারে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।

৭. পুণর্বাসন ছাড়া বস্তিবাসীদের তাঁদের বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না।

৮. মতপ্রকাশ ও গণ মাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। নির্বতনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও বিশেষ ক্ষমতা আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

৯. তৈরী পোশাক শিল্প শ্রমিকদের সমন্বিত সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনতে শ্রমিকদের ন্যায্য বেতন-ভাতা দিতে এবং শিল্প কারখানাগুলোকে পরিকল্পিতভাবে সঠিক অবকাঠামো ও পর্যাপ্ত সুবিধাসহ গড়ে তুলতে হবে।

১০. বিএসএফ'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে সরকারকে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

১১. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১২. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পগুলোর অবিলম্বে অর্থছাড় করতে হবে।